ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১০৫ ● কলকাতা ● ০৫ বৈশাখ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ঈদে বক্স অফিস দৌড়ে অজয়কে টেক্কা অক্ষয়ের

পৃঃ ৫

মাঠেই কান ধরে ক্ষমা চাইলেন কোহলি

পৃঃ ৬

সন্দেশখালির রেখাকে হাতিয়ার করে মহিলা এবং গরিব মানুষের ভোট টানার ছক কষেছে পদ্ম শিবির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে সন্দেশখালির প্রতিবাদী গৃহবধূ রেখা পাত্রকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি । বসিরহাট কেন্দ্র থেকে তাঁকে দাঁড় করিয়েছে গেরুয়া শিবির। এবার তাঁকেই নিশানা করলেন বাম প্রার্থী নিরাপদ সর্দার । অভিযোগ, সন্দেশখালির রেখাকে হাতিয়ার করে মহিলা এবং গরিব মানুষের ভোট টানার ছক কষেছে পদ্ম শিবির ।এরপরেই রেখাকে ঢাল করে মহিলা ও গরিব ভোটে লুট করার অভিযোগ আনেন নিরাপদ। তিনি বলেন, 'রেখা পাত্রকে দিয়ে গরিব, সাধারণ মানুষের ভোট লুট করার রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে না তো? দেশ কতখানি সুরক্ষিত, দেশের সার্বভৌমত্ব, আইনি খুঁটিনাটির বিষয়ে সংসদে দাঁড়িয়ে রেখা কি বলতে পারবেন? এদিকে সংবিধানের ধারা বদলে রেখা পাত্রের সকল অধিকার ছিনিয়ে নেবে মোদী সরকার। বিজেপি যে মহিলাদের ছিনিয়ে নিচ্ছেন, সেটা নিয়ে কি রেখা পাত্র বলতে

এরপর ৩ পাতায়

সিপিএম ইস্তাহারে বলেছে, পরমাণু অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি চায় তারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেরলে ভোট প্রচারে এসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ইন্ডিয়া জোট শরিক সিপিএম এবং কংগ্রেসকে এক জায়গায় রেখে আক্রমণের চাঁদমারি করলেন। কেরলে বাম ও কংগ্রেসের জোট হয়নি। সব আসনেই তারা মুখোমুখি লড়াই করছে।প্রসঙ্গত, সিপিএম ইস্তাহারে বলেছে, পরমাণু অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি চায় তারা। শুধু পরমাণু অস্ত্র নয়, গণবিধ্বংসী যে কোনও ধরনের অস্ত্র ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাম দল। রাজনাথ বলেন, এনডিএ সরকার পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো চলেছে। আমরা ৩৭০ ধারা বিলোপের কথা বলেছিলাম। তা পালন করেছি। মুখে মুখে তিন তালাক নিষিদ্ধ এবং রামমন্দির স্থাপনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি আমরা। যদি আবার বিজেপি ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসে তাহলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিসহ মোদীর সমস্ত গ্যারান্টি পূরণ করা হবে।কিন্তু, সর্বভারতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটের শরিক বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস। সেই সিপিএম ভোট প্রতিশ্রুতিতে বলেছে, ক্ষমতায় এলে তারা দেশের সমস্ত পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করে দেবে। এ নিয়ে কংগ্রেসকে জবাব দিতে বলেছেন রাজনাথ।

রাজনাথ সিং বলেন, ভারতের পরমাণু অস্ত্র নষ্ট করে দেওয়ার কথায় সিপিএম জাতীয় নিরাপত্তাকে বাজি ধরেছে। এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে বলে অভিযোগ তোলেন। দেশকে দুর্বল করতে চাইছে

এরপর ৩ পাতায়

উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে লাখ টাকার প্রশ্ন, অবশেষে মুখ খুললেন রাহুল গান্ধী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমেঠি-রায়বরেলি। এক সময়ের গান্ধী পরিবারের নিশ্চিত আসন। সেই দুই আসনে এবার আদৌ লড়বেন গান্ধী পরিবারের সদস্যরা? উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে লাখ টাকার প্রশ্ন। এই প্রশ্ন নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন রাহুল গান্ধী। তবে মুখ খুললেও নিজের প্রাক্তন কেন্দ্র আমেঠির ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটতে দিলেন না রাহুল।শোনা যাচ্ছে, ২৬ এপ্রিল কেরলের ভোট শেষ হওয়ার পরদিন আমেঠিতে গিয়ে মনোনয়ন দিতে পারেন রাহুল। তাঁর নাম এখনই ঘোষণা করা হচ্ছে না, কারণ এখনই যদি ঠিক হয়ে যায় রাহুল দুই কেন্দ্রে লড়বেন, তাহলে তার প্রভাব পড়তে পারে ওয়ানড় এবং কেরলের ভোটে। যদিও সরকারিভাবে কংগ্রেস এই জল্পনায় সিলমোহর দেয়নি। এদিন রাহুলের বক্তব্যেও রহস্য ভেসেই রইল।আমেঠিতে কি তিনি প্রার্থী হবেন? প্রশ্নের জবাব রাহুল শুরুতেই বলে গেলেন, "এটা বিজেপির প্রশ্ন। ভালো লাগছে শুরুতেই বিজেপির প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছেন। এ নিয়ে আমাকে যা নির্দেশ দেওয়া হবে, সেটাই মেনে চলব।" রাহুলের সাফ কথা, "প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হয় কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটির বৈঠকে।" প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির ইঙ্গিত, দল চাইলে আমেঠিতে প্রার্থী হতে আপত্তি নেই তাঁর।

একসময়ের নিশ্চিত আসন এখন ঝুঁকিপূর্ণ। একসময়েরুদুর্গ এখন প্রহরীহীন। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে আমেঠিতে স্মৃতি ইরানির কাছে ৫৫ হাজার ভোটে হারেন রাহুল গান্ধী । জল্পনা ছিল, এবার রাহুল ফিরতে পারেন আমেঠিতে। কিন্তু এখনও ওই কেন্দ্রে প্রার্থীই ঘোষণা করতে পারেনি হাত শিবির। অন্যদিকে রাহুল কেরলের ওয়ানড় থেকে প্রার্থী হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এখনও আমেঠি কেন্দ্রে তাঁর নাম নিয়ে জল্পনা থামছে না।

ভাঙড় থানার পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভাঙড় থানার পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ। গ্যাসের ব্যবসায়ীকে হুমকি দিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ। বাকি আড়াই লক্ষ টাকা নিতে গেলে পুলিশকে ধরে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়ায় ব্যাপক উত্তেজনা।। ঘটনাটি ভাঙড় থানা এলাকার শাকশহর এলাকার।বুধবার বাকি আড়াই লক্ষ টাকা নিতে গেলে পুলিশের গাড়ি দেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। সাইফুদ্দিনের দাবি, "ব্যবসা করে সংসার চলে। পুলিশ ব্যবসা বন্ধ করে দেবে বলে হুমকি দেয়। বাধ্য হয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলি। হাতে পায়ে পরে আড়াই লক্ষ টাকা দিই। কিন্তু বাকি টাকা কোথায় পাবো?" পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভে ফেঁটে পরেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও ভাঙড় থানার আইসি সুশান্ত মণ্ডল জানিয়েছেন,

এরপর ৩ পাতায়

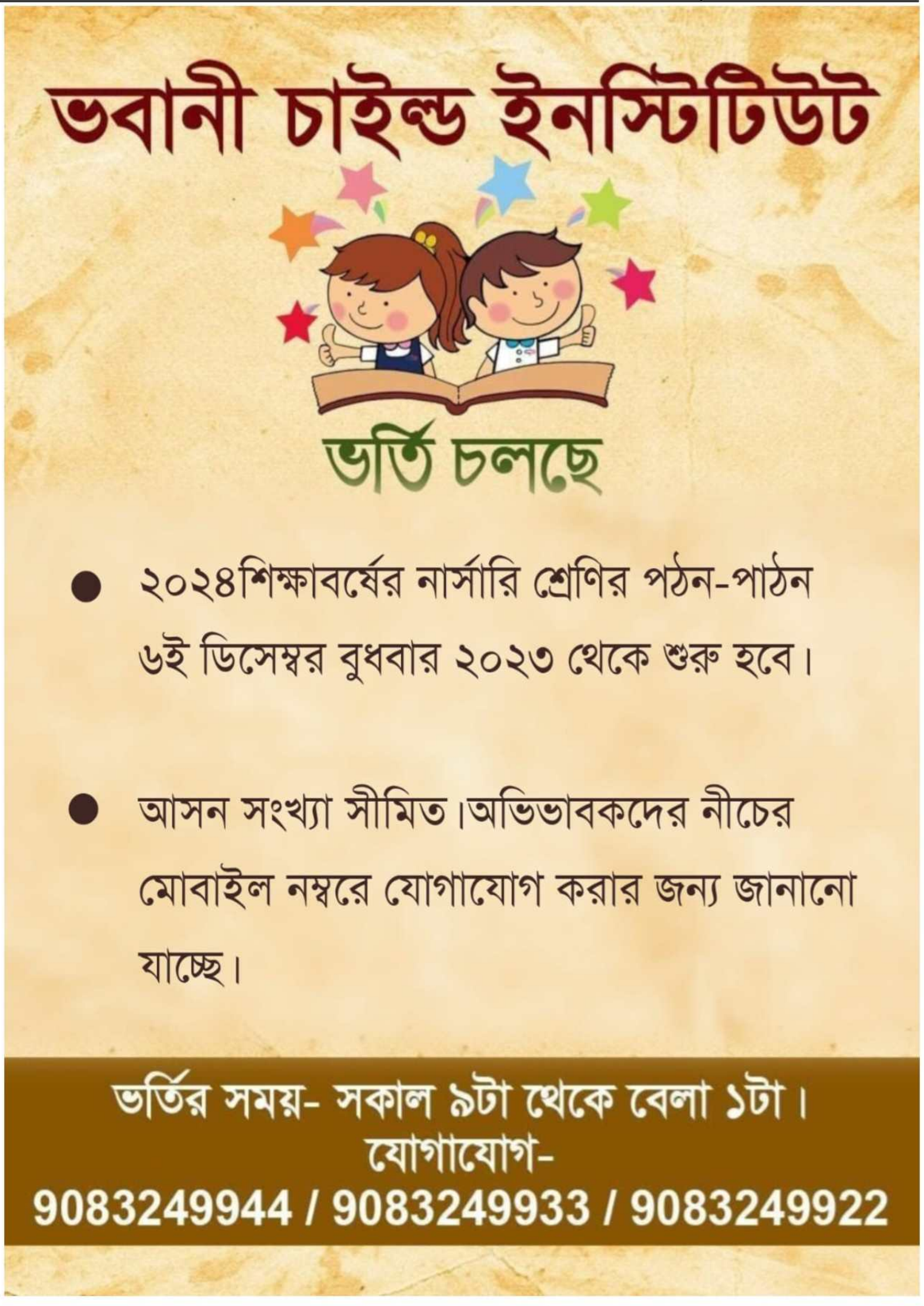

প্রথম দফার ভোটের প্রচারের শেষ দিনে রামনবমী! বাড়তি সুবিধা কার?

সুশোভন সিংহ: নিউজ সারাদিন : নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে সাত দফায় ভোট ২০২৪ এর লোকসভা ভোটে। যার শুরুটা হচ্ছে আগামী ১৯ এ এপ্রিল থেকে। প্রথম দফায় রাজ্যের তিন লোকসভা আসনে হবে ভোট,আসনগুলো হল উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি। ইতিমধ্যেই সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সমর্থনে নিজেদের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরের নেতা নেত্রীরা প্রচার করে গেছেন এই আসনগুলোতে। ১৭ই এপ্রিল নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে এই আসনগুলোতে ভোটের প্রচারে শেষ দিন তবে, ১৭ই এপ্রিল রামনবমী হওয়ায় বাড়তি প্রচার পাবে বিজেপি বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের একাংশ। তবে রামনবমীতে এবার রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় থেকে রাজ্য স্তরের বিজেপির নেতারা রামনবমীর বিষয়ে বারংবার রাজ্যের শাসক দলকে নিশানা করে এসেছে। বিজেপির অভিযোগ রাজ্যে রামনবমী পালনের ক্ষেত্রে তৃণমূল বারবার সমস্যা সৃষ্টি করে এমনকি কোন কোন জায়গায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। যদিও এবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রামনবমীর দিন ছুটি ঘোষণা করে বিজেপির অভিযোগ কে কার্যত খণ্ডন করেছে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। আবার একাংশের মতে রামনবমীতে সরকারি ছুটি দিয়ে রাজ্যে বিজেপির হিন্দু ভোটে থাবা বসাতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের তিন লোকসভা আসনে তৃণমূলের প্রার্থীদের প্রচারে জনসভা এবং পদযাত্রা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৯ সালে উত্তরবঙ্গের লোকসভা আসনগুলোর মধ্যে একটিতেও জয়ের মুখ দেখেনি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই সেই আক্ষেপ শোনা গেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। উত্তরবঙ্গে গত পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপিকে পিছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে ছিল রাজ্যে শাসক দল তৃণমূল। তবে পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। ২০১৯এ উত্তরবঙ্গের ৮টি লোকসভা আসনে বিজেপি প্রতিনিধি (এম.পি) থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন বড় ভূমিকা পালন করেনি বলেই অভিযোগ তৃণমূল। উত্তরবঙ্গের ভোট অংকে রাজবংশী এবং সংখ্যালঘু ভোট বড় ভূমিকা রাখে। রাজবংশী নেতা বংশীবাদন বর্মন ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে জানিয়েছেন তারা রাজ্য সরকারের সাথে রয়েছে। অন্যদিকে রায়গঞ্জ এবং মালদার দুটি লোকসভা আসনে ভোটে শতাংশে এগিয়ে সংখ্যালঘু ভোটাররা। ২০১১ তে রাজ্যে পালা বদলের পরেও উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘু ভোটাররা কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের সাথে ছিল এর এর ফলে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে খুব একটা ভালো ফল করতে পারেনি রাজ্যের শাসক দল। ২০১৫ সালের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রামনবমীর দিন শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই দিনটিকে পালন করে আসছে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা তবে এই রামনবমীর পালনের ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী দলগুলো একে অপরের প্রতি অভিযোগ করে আসছে। এবারের রামনবমীতে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হতে চলেছে প্রথমটি হল বহু বছর পর এবারের রামনবমীর দিনে রামলালা নিজের মন্দিরে পুজো পেতে চলেছেন। দ্বিতীয় টি হল এবারের রামনবমীর দিনে লোকসভা ভোটের প্রথম দফার শেষ ভোট প্রচারের দিন। দেশের বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করে এসেছে, ভোট রাজনীতিতে বিজেপি ধর্মের কার্ড খেলে। দেশের সাধারণ মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক খারাপ পরিস্থিতিকে আড়াল করতে চায় ধর্মের ঢাল দিয়ে। রামমন্দিরের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ২০২৪ এ বিজেপি লোকসভা ভোটের বৈতরণী পার করতে চাইছে।

প্রাণ হানি, বোমাবাজি, হিংসা, সন্ত্রাস,
ভয়মুক্ত ভোটের বার্তা স্বপন বাউলের দুর্গাপুরে ও হুগলীর হরিপাল কামারকুন্ডু, সিঙ্গুরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গনতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ভোট একটা ভারতবাসীর এবং বাংলার কাছে বড় উৎসব। যেমন দুর্গাপূজা, ঈদ সব চেয়ে মানুষের সব চেয়ে বড় উৎসব । সেই ভোট যাতে শান্তিপুর্ন ভোট হয় ,কোনো শান্তি ভঙ্গ না হয় তাই ভোটের দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় বাউল গানে ঘুরছেন পথে পথে মানুষের মনে ভয় মুক্ত করতে। শুধু জনগণ নয় সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে, জনগণকে, নির্বাচন কমিশন কে, পুলিশ প্রশাসনকে সঠিক দায়িত্ব পালন করে , শান্তিপূর্ন ভোট করার বার্তা দিচ্ছেন খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত, আশীর্বাদ ধন্য শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল বলেছেন সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে একজন সম্মানিত শান্তির দূত হয়ে আমি লোক সভা নির্বাচনে শান্তিপুর্ন ভোটের লক্ষ্যে সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় বাউল গানে ঘুরছি সমাজকে সচেতন করতে। সম্প্রতি স্বপন হুগলী জেলার হরিপাল, কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, ডানকুনিতে ভোট সচেতন করে পশ্চিম বর্ধমানের শিল্প নগরী দুর্গাপুরে রেল স্টেশন, সিটি সেন্টারকোর্ট চত্বরে, বাস স্ট্যান্ডে জমজমাট এলাকায় শান্তি পূর্ন ভোটের বার্তায় জনগণকে ভোট সচেতন করে মানুষের নজর কেড়েছে। ২০২৪লোক সভা নির্বাচনে ঘরে বসে না থেকে পূর্ব বর্ধমান শহর , গুষকরা , আউশ গ্রাম , কানলা মহকুমা,জামালপুর, করালাঘাট, হুগলী জেলার শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর, আরামবাগ, নদিয়ার মায়াপুর ইসকন, নবদ্বীপ ধামে ও বাঁকুড়ার আকুই গ্রাম বাঁকুড়া শহর পুরুলিয়ায় শহর , উত্তর ২৪ পরগনার ঘটকপুকুর ,ভাঙ্গর, বসিরহাট লোক সভার ধামা খালি, সন্দেশ খালি, দক্ষিন ২৪ পরগনার সারা সুন্দরবন এলাকা জুড়ে গোসাবা, গদ খালি,চুনাখালি, শম্ভুনাথ জেটি ঘাট , ক্যানিং, বাসন্তি, মাতলা নদী ও বিদ্যাধরী নদীর জলপথে সচেতন করেন। বীরভূম জেলার বোলপুরে , উত্তর ২৪ পরগনার হাড়ুয়া রোর্ড রেল স্টেশনে, দেগঙ্গা, জীবনপুর, বেড়াচাপা , চাকলা ধাম, সহ ভোট সচেতন করে সম্প্রতি হুগলীর হরিপাল, ডানকুনি, সিঙ্গুর, কামারকুন্ডু প্রভৃতি জায়গায় তার পরই মঙ্গলবার দুর্গাপুরে ঘুরে ঘুরে স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে বলছেন শান্তি পূর্ন ভোট দাও শান্তি ভঙ্গ কেউ কোরো না। সন্ত্রাস মুক্ত ভোট করতে হবে, বোমাবাজি প্রাণ হানি কেউ কোরো না। বক্তব্যে বলছেন নিজের ভোট নিজে দাও ভোট নষ্ট কোরো না । নির্ভয়ে ভোট দাও, ভোট দানে কেউ পিছু হেঁটো না। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য, একতারা কোল ডুগী বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুরের তালে তালে নৃত্য করে গানে গানে বাংলার মানুষের মন জয় করলেন । এমনকি পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাষকের

একটি শুভ নোট শুরু করা যাক
রাম নবমীতে বিজেএমসিযে শোভাযাত্রা

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বাংলা সহ কলকাতায় পালিত হল রাম নবমী। আজ, রাম নবমী উপলক্ষে, রাজ্য বিজেপি কার্যালয় মুরলীধর সেন লেন থেকে রাম মন্দির পর্যন্ত বিজেএমসি একটি শোভাযাত্রা বের করে। উপরোক্ত তথ্য প্রদান করে বিজেএমসি জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু বলেন, আজ একটি অনন্য ও গৌরবময় দিন। বিজেএমসির জাতীয় সম্পাদক রাজু আয়েঙ্গার, রাজ্য বিজেএমসি কার্যনির্বাহী সভাপতি সুবীর কাঞ্জিলাল, রাজ্য সম্পাদক অভিক রায় সহ অভিজিৎ গুহ, সীতাঙ্গধু দাস, অনুপ মন্ডল, অর্পিতা নন্দী, রুমা মাইতি এবং অন্যান্য নেতারা উক্ত মিছিলে অংশ নেন।

সিএএ, এনআরসি সহ একাধিক ইস্যুতে
বিজেপিকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তরবঙ্গের পর অসমে ভোটপ্রচারে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই বুধবার সিএএ, এনআরসি সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, 'অসমে ট্রায়াল দিতে এসেছি, ফাইনাল খেলতে আবার আসব।' আর পাঁচটা নির্বাচনী প্রচারের মতো এদিনও বক্তব্যের আগাগোড়া বিজেপিকে নিশানা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদী সরকারকে বিঁধে মমতা বলেন, ' গোটা ভারতকে ডিটেনশন ক্যাম্প বানিয়ে দিয়েছে। জেলখানা বানিয়ে দিয়েছে। দাঙ্গাবাজ, ভাঁওতাবাজ, লুটেরা এই সরকার।'

অসমে বিজেপির বিরুদ্ধে মূল লড়াই কংগ্রেসের। তৃণমূলও যে পিছিয়ে নেই তা সে রাজ্যের বাসিন্দাদের জোরালোভাবে বোঝাতে চেয়েছেন মমতা। তিনি সাফ জানিয়েছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে অসম বা

এরপর ৩ পাতায়

ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী
ওরফে দেবের মুখে শোনা গেল 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বুধবার গোটা দেশ জুড়ে ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে রাম নবমী। এই দিনে ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী ওরফে দেবের মুখে শোনা গেল 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক বিস্ফোরক দাবি করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে বঙ্গে।যার ধ্বনি দেওয়া নিয়ে এত শোরগোল, সেই দেব অবশ্য পরে বলেছেন, 'একজন এই স্লোগান ব্যবহার করে মানে পুরোটাই তো তার হয়ে যায় না। ঠাকুর কখনও কারোর একার হতে পারে না। ছোটবেলা থেকে মা-বাবার কাছে এই কথাই শুনেছি। ধর্ম শান্তির বার্তা দেয়। সব ধর্মকে একসঙ্গে নিয়ে চলাই হল পরম ধর্ম। আর একজন জনপ্রতিনিধির কর্তব্য হল সকল শ্রেণির মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে চলা। আমি ইফতারে গিয়েছি, রাম নবমী তাহলে কি দোষ করেছে?'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি নিয়ে প্রকাশ্যে বেশ কয়েকবার অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে । কোথাও গিয়ে যেন এই ধ্বনির সঙ্গে বিজেপি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। দলনেত্রী যে ধ্বনি শুনে অসন্তোষ গোপন করতে পারেননি, এবার দেবের মুখে সেই 'জয় শ্রী রাম' শোনার পর স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে চর্চা।

আজ রাম নবমীর দিন জনসংযোগ করছিলেন বিদায়ী সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থী দেব। শোনা যাচ্ছে, এক মঞ্চে বক্তব্য রাখার পর 'জয় শ্রী রাম' বলে ওঠেন তিনি। আশেপাশেও তখন এই ধ্বনি ওঠে। নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই খবর, শুরু হয় চর্চা।

এদিনে দেবের 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দেওয়ার কথা কানে এসেছে বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দুর। তিনি এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে বলেন, 'ভক্তি থেকে নয়, দেব এখন ভয়ে জয় শ্রী রাম বলছেন। আমাদের কাছে ওঁর সব খবর আছে। মোদী সরকার ক্ষমতায় এলে দুর্নীতিবাজদের ছাড়া হবে না, সেটা সবাই বুঝতে পারছেন। সেই কারণে আগে থেকেই রামকে ডাকছেন'।

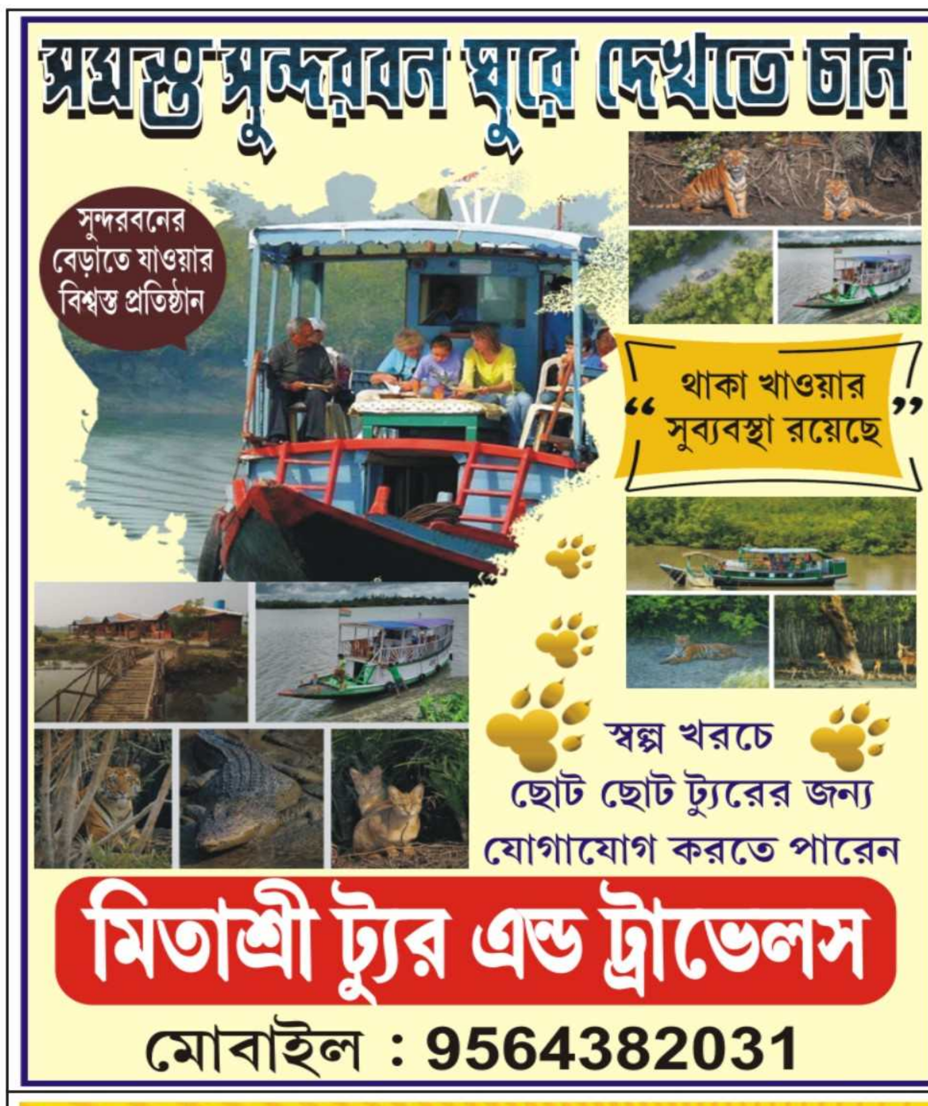

রামনবমী শুভ লগ্নে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠে ২০০০ কুমারী পূজার আয়োজন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরও আজ ১৭ই এপ্রিল ২০২৪ রামনবমী শুভ সন্ধিক্ষণ কলকাতার দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠে তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী বাসন্তী পূজা ও রামনবমীর দিনে আদ্যামায়ের ছোট্ট কন্যারূপের পূজো হেতু প্রতিবছরের মত এ বছরও কুমারী পূজার আয়োজন করা হয়।আদ্যাপীঠের এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি জনসম্মুখে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একটা সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এখানে প্রায় ২০০০ এর মত শিশু কন্যা অংশগ্রহণ করে।বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম জেলার গুজরা গ্রামে ১৩২৭ সালে চৈত্র মাসে অন্নদাচরণ ঠাকুরের সৌজন্যে এই কুমারী পুজো প্রথম শুরু হয়।তিনি ২৮টি আসন ২৮টি পুজোর থালা ২৮টি কুমারীকে পুজো করেন।

রামনবমীতে অস্ত্রমিছিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রামনবমীতে অস্ত্রমিছিল। অস্ত্রমিছিল বিজেপির। এদিন উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার বিধানসভা এলাকা যেটি বালুরঘাট লোকসভার অংশ সেখানে রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র হাতে দেখা যায় রাম ভক্তদের। ইটাহার বিধানসভার ক্ষেত্র থেকে প্রতিবার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী পিছিয়ে থাকেন এবার তাই ইটাহার বিধানসভাকে পাখির চোখ করে প্রথম থেকেই প্রচারে নেমেছে বিজেপি।হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী এই মিছিলে সামিল হন। এখন মিছিলে অস্ত্র প্রসঙ্গে রথীন চক্রবর্তী বলেন, "মা দুর্গাকে অস্ত্র দিয়ে পুজো করা হয়।এটা কাউকে শাসানোর ও ভয় দেখানো জন্য নয়।" প্রসঙ্গত, সোমবারই কলকাতা হাইকোর্ট রামনবমীতে মিছিলের অনুমতি দিলেও, কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছিল। আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল, 'অস্ত্র-ডিজে ব্যবহার করা যাবে না। করা যাবে না উসকানিমূলক মন্তব্য। রাজ্যের যে কোনও জায়গায় ২০০ জন মিছিল করলে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।'সুকান্ত মজুমদার এর আগেও বেশ কয়েকবার ইটাহারে সভা করে গিয়েছেন। এদিন ইটাহারে রামনবমীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সুকান্ত মজুমদার।

রামনবমীর অনুষ্ঠানে মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। রামনবমীর মিছিল ইটাহার পুরসভা ভ্রমণ করে ইটাহার হাইস্কুল মাঠে শেষ হয়। সেখানেই ছোট্ট একটি সভার শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইটাহারে আসার আগেই বংশীহাড়িতে রামনবমীর একটি অনুষ্ঠানে সুকান্ত মজুমদার মন্তব্য করেন, "অহিংসা পরম ধর্ম ধর্ম। হিংসা তথৈবচ"। এদিকে রামনবমীর অনুষ্ঠানেই দেখা যায় অস্ত্র হাতে মিছিল। সেপ্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদারের ব্যাখ্যা, "নিজের ধর্ম রক্ষার জন্য হিংসার পথ গ্রহণ করা যায়।"ওদিকে বীরভূমের রামপুরহাটেও বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রেও বিজেপি প্রার্থী দেবাশিষ ধর হাতে তরোয়াল নিয়ে হাঁটেন রামনবমীর শোভাযাত্রায়। যদিও প্রার্থীর দাবি, তিনি কাঠের প্রতীকী তরোয়াল হাতে নিয়ে শোভাযাত্রায় হেঁটেছেন। রামপুরহাটের পাশাপাশি, বীরভূমের সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ কর্তৃক আয়োজিত রামনবমীর শোভাযাত্রায় বিজেপির একাধিক নেতাকে দেখা যায়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। সিউড়ির ছোরা গ্রামে রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র নিয়ে নাচ দেখা যায়।ছোড়া গ্রাম থেকে রামনবমী উপলক্ষে

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

সিপিএম ইস্তাহারে বলেছে, পরমাণু অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি চায় তারা

বিরোধীরা বলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। শুধু সিপিএম নয়, বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেসও চায় না দেশ শক্তিশালী হোক।

কেরলের কাসারাগোড়ে এক জনসভায় রাজনাথ আরও বলেন, ইস্তাহারে সিপিএমের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কিছু বলুক কংগ্রেস। পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করা নিয়ে কংগ্রেসকে অবস্থান স্পষ্ট করার ডাক দিয়ে বলেন, ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকারই দেশে প্রথম পরমাণু কর্মসূচি চালু করেন। রাজনাথের যুক্তি, বিশ্বের ১১টি পরমাণু শক্তিধর দেশের তালিকায় নাম তুলতে দেশকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখন পরমাণু অস্ত্রগুলি নষ্ট করে দিলে আমরা চিন, পাকিস্তানের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ব। ওদের আসল মতলবটা কী, প্রশ্ন তোলেন রাজনাথ।

১-ম পাতার পর

ভাঙড় থানার পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

খবরটা শুনেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাঙড় থানা এলাকার শাকশহরে বাসিন্দা সাইফুদ্দিন মোল্লা গ্যাসের ব্যবসা করেন। অভিযোগ, টাকা না দিলে গ্যাসের কারবার বন্ধ করে দেওয়া হবে, এমনকি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেন কালকাতা পুলিশের ভাঙড় থানার এআরও বিশ্বরাজ রায়চৌধুরী। পুলিশের ভয়ে দশ লক্ষ টাকার পরিবর্তে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবে বলে রাজি হন সাইফুদ্দিন। মঙ্গলবার বিশ্বরাজ রায়চৌধুরী গিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে যান। যার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে।

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালির রেখাকে হাতিয়ার করে মহিলা এবং গরিব মানুষের ভোট টানার ছক কষেছে পদ্ম শিবির

পারবেন? 'রেখা এবং নিরাপদ, দু'জনেই সন্দেশখালি কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে প্রথমজন শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়জন সন্দেশখালি কাণ্ডে জেল খেটেছে। পরবর্তীকালে আদালতের হস্তক্ষেপে জামিনে মুক্তি পান নিরাপদ। আসন্ন লোকসভা ভোটে তাঁকে বসিরহাট থেকে টিকিট দিয়েছে বামেরা।

এবার সেই নিরাপদই পদ্ম প্রার্থী রেখাকে নিশানা করলেন। প্রচারের ব্যস্ততার মাঝে তিনি বলেন, এই ভোট আসনে সংবিধান রক্ষার ভোট। এদিকে রেখাকে হাতিয়ার করে গোটা রাজ্যের মহিলা এবং গরিবদের ভোট লুট করার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। নিরাপদের দাবি, রেখাকে ঢাল করে আদতে তাঁর মতো মহিলাদের অধিকার যাবতীয় অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার ছক কষেছে পদ্ম শিবির।

বসিরহাটের বাম প্রার্থীর কথায়, 'বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে যাকে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি্‌ সংসদে যখন এই আইনটি রাখা যাবে নাকি যাবে না সেটা নিয়ে হাড্ডাহাড্ডি টক্কর হবে, তখন রেখা পাত্র কী বলবেন বলুন তো! ওনার সংসদে যাওয়াটা কি খুব জরুরি'?

এদিন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামকে নিয়ে কোনও বাক্যব্যয় করেননি নিরাপদ। এই বিষয়ে রেখার প্রতিক্রিয়া চাইতে একটি জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যমের তরফ থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোনও উত্তর মেলেনি।

২ পাতার পর

সিএএ, এনআরসি সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী

বাংলায় আসনরফা না হলেও সর্বভারতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেবে তৃণমূলই।সেখানেই বুধবার তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার অসমে চার আসনে প্রার্থী দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল। শিলচর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে রাধেশ্যাম বিশ্বাসকে। বুধবার তাঁর সমর্থনেই সভা করেছেন মমতা। তৃণমূল সুপ্রিমোর কথায়, "এই প্রচার আসলে ট্রায়াল। ফাইনাল খেলা এখনও বাকি আছে।"

এবারের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের বাইরে প্রথম অসমেই প্রচারে গেলেন মমতা। অসমের চার আসনে মূলত বাঙালি এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে লড়ছে বাংলার শাসকদল। এদিন শিলচরে প্রথম সভা করতে গিয়ে বিভাজন অস্ত্রে বিজেপিকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই মমতার কথায় উঠে এসে এসেছে এনআরসি, সিএএ প্রসঙ্গ। তবে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, "তৃণমূল ক্ষমতায় এলে বাতিল হবে সিএএ-এনআরসি। কার্যকর হবে না অভিন্ন দেওয়ানি বিধিও।" শিলচরের জনসভা থেকে মমতা বলেন, "তৃণমূল এবার অসমে চারটি আসনে লড়ছে। এটা তো সবে ট্রায়াল দেখছেন। ফাইনাল খেলা এখনও বাকি। আমি আবার আসব।' একইসঙ্গে এদিন হিন্দু-মুসলিমকে এক হওয়ার বার্তা দিয়েছেন মমতা। তাঁর মতে, "বাঙালি হিন্দুই বলুন, বাঙালি মুসলমানই বলুন- শুধু এই দুই গোষ্ঠী এক হলেই ৭০ শতাংশ হয়ে যায়।"

সর্বভারতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেবে তৃণমূল কংগ্রেসই। অসমে ভোটপ্রচারে গিয়ে জোর গলায় এও বলে এলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, প্রকৃতপক্ষে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে তৃণমূলই।

আর পাঁচটা নির্বাচনী প্রচারের মতো এদিনও বক্তব্যের আগাগোড়া বিজেপিকে নিশানা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদী সরকারকে বিঁধে মমতা বলেন, ' গোটা ভারতকে ডিটেনশন ক্যাম্প বানিয়ে দিয়েছে। জেলখানা বানিয়ে দিয়েছে। দাঙ্গাবাজ, ভাঁওতাবাজ, লুটেরা এই সরকার।'

মুখ্যমন্ত্রীর সবাইকে নিয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ সুকান্তের!

সুশোভন সিংহ; বালুরঘাট: নিউজ সারাদিন : আজ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুরে তৃণমূলের প্রার্থী তথা রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে জেলায় দ্বিতীয়বার জনসভা করতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

এরপর ৪ পাতায়

আইনী ও বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়াকে অতিক্রম করতে চায় না কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ হওয়ার প্রথম মাসে তাদের অবস্থান এবং যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ প্রকাশ্যে আনলো নির্বাচন কমিশন। যদিও কমিশন এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ্যে আনতে বাধ্য নয়, তবুও স্বচ্ছতা রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা রক্ষায় এবং কিছু কিছু মহল থেকে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তার মোকাবিলায় কমিশন এই প্রথম এমন উদ্যোগ নিল। আদর্শ আচরণবিধি জারি থাকার বাকি সময়টাতেও কমিশনের অবস্থান একইরকম থাকবে।

১. আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ হওয়ার পর এক মাস পূর্ণ হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে এই বিধি মেনে চলেছে তাতে কমিশন সন্তুষ্ট। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর প্রচারে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি বলে কমিশন মনে করে। ২. একই সঙ্গে কিছু বিরক্তিকর প্রবণতা এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রার্থী ও নেতার আচরণের ওপর বিশেষ নজর রাখার সিদ্ধান্ত কমিশন নিয়েছে। ৩. মহিলাদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষাকে কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দেয়। যেসব রাজনৈতিক নেতা মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক ও কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, তাঁদের কমিশন নোটিশ পাঠিয়েছে। এই ধরণের অসম্মানজনক মন্তব্য যাতে করা না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান/সভাপতিকে দায়বদ্ধ করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার যে সংবেদনশীলতা, স্বচ্ছতা এবং দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ করা হচ্ছে। ৪. যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশে ফৌজদারি তদন্ত চলছে, তাদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কমিশন সাংবিধানিক প্রথা মেনে চলেছে। যদিও সব রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তবুও এক্ষেত্রে আইনী ও বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়াকে কমিশন অতিক্রম করতে চায় না। ৫. আদর্শ আচরণবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কমিশন তার দায়িত্ব, আইনী এক্তিয়ার, প্রাতিষ্ঠানিক প্রজ্ঞা, সাম্য ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রভাবের প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। ৬. সাধারণ নির্বাচনের দিন-ক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই গত ১৬ই মার্চ থেকে আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ হয়েছে। সবাই যাতে সমান সুযোগ-সুবিধা পায় এবং প্রচার যাতে কুরুচিকর পর্যায়ে না যায় তা সুনিশ্চিত করতে সেই মুহূর্ত থেকেই কমিশন সদা তৎপর থেকেছে। ৭. এই একমাসে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে ৭টি রাজনৈতিক দলের ১৬টি প্রতিনিধি দল কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে। বহু প্রতিনিধিদল রাজ্যস্তরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে তাদের অভিযোগ জানিয়েছে। ৮. সব রাজনৈতিক দলকেই সমানভাবে দেখা হয়েছে, সবাইকে সময় দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অভিযোগ ধৈর্য্যের সঙ্গে শোনা হয়েছে। ৯. মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার ও শ্রী সুখবীর সিং সান্ধু প্রতিদিন দুপুর ১২টায় বৈঠকে বসে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখেছেন। আদর্শ আচরণবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো আপস যাতে না করা হয়, সেই মর্মে নির্বাচন ঘোষণার আগেই সমস্ত জেলাশাসক/কালেক্টর/ডিইও এবং পুলিশ সুপারদের কমিশন সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার নিজে ৮০০-র বেশি জেলাশাসক/ডিইও-কে ১০টি ব্যাচে নির্বাচন কমিশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তালিম দিয়েছেন। গত এক মাসে সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কয়েকটি নিচে বলা হল :

১. দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রায় ২০০টি অভিযোগ কমিশনের কাছে পেশ করেছে, যার মধ্যে ১৬৯টি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২. বিজেপি-র থেকে ৫১টি অভিযোগ পাওয়া গেছে, ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৩৮টি ক্ষেত্রে। কংগ্রেসের কাছ থেকে ৫৯টি অভিযোগ এসেছে, ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৫১টি ক্ষেত্রে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে ৯০টি অভিযোগ মিলেছে, ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৮০টি ক্ষেত্রে। ৩. মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব এবং স্বরাষ্ট্র/সাধারণ প্রশাসনের যৌথ দায়িত্বে ছিলেন এমন আধিকারিকদের কমিশন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সরিয়ে দিয়েছে। যে ৬টি রাজ্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড। এর উদ্দেশ্য হল, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করা। ৪. স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মহানির্দেশককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ বিগত নির্বাচনগুলিতেও তাঁকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়েছিল। ৫. গুজরাট, পাঞ্জাব, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে নন-ক্যাডার আধিকারিকদের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের মতো পদে রাখা হয়েছিল। কমিশন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাদের সরিয়ে দিয়েছে। ৬. পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও অসমে এমন কয়েকজন আধিকারিক ছিলেন যাঁদের সঙ্গে নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। কমিশন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে। ৭. নির্বাচন ঘোষণার পর ভারত সরকার হোয়াটসঅ্যাপ-এ যে বিকশিত ভারত মেসেজ পাঠাচ্ছিল, কংগ্রেস এবং আপ-এর থেকে অভিযোগ পেয়ে তা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ৮. সমস্ত সরকারি জায়গা থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন সরিয়ে দেওয়ার যে নির্দেশ কমিশন দিয়েছিল, কংগ্রেস ও আপ-এর থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর তা অবিলম্বে কার্যকর করতে বলা হয়েছে। ৯. ডিএমকে-র অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি-র মন্ত্রী শোভা করন্দলাজে-র বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তিনি রামেশ্বর ক্যাফে বিস্ফোরণ নিয়ে এমন অভিযোগ করেছিলেন যার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ ছিল না। ১০. ট্রেন, পেট্রোল পাম্প, জাতীয় সড়ক সহ বিভিন্ন সরকারি জায়গা থেকে হোর্ডিং, ছবি ও বার্তা সরিয়ে নেওয়ার যে নির্দেশ কমিশন দিয়েছিল, কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে ক্যাবিনেট সচিবকে তা অবিলম্বে কার্যকর করতে বলা হয়েছে। ১১. কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী চন্দ্রশেখরণ তাঁর হলফনামায় সম্পত্তির যে

এরপর ৪ পাতায়

দেশবাসীকে ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু রামনবমীর প্রাক্কালে দেশের সহনাগরিকদের তাঁর শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বার্তায় বলেন, "পবিত্র রামনবমী উপলক্ষে আমি আমার সহনাগরিকদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ভগবান শ্রী রামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রামনবমী পালিত হয়। এই দিনটি আমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে দিশা নির্দেশ দেখায়। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রাম মানবতা, সাহসিকতা ও বিনম্রতার এক বিশেষ উদাহরণ। ভগবান শ্রী রাম নিঃস্বার্থ সেবা, বন্ধুতা ও প্রতিশ্রুতি পূরণের বিশেষ পরিচায়ক। রামনবমী উৎসব আমাদের শাশ্বত মূল্যবোধকে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ করে দেয়।

চলুন ভগবান শ্রী রামের মূল্যবোধকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলি এবং শক্তিশালী দেশ গঠনের প্রতিজ্ঞা নিই। প্রত্যেকের জীবনে উন্নয়নে ধারা অব্যহত রাখার এবং প্রত্যেকে যেন সসম্মানে বাঁচতে পারেন সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলি।"

কারওয়ারের কাছে সমুদ্রে আটকে পড়া মাছ ধরার নৌকা উদ্ধার করল ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কর্ণাটকের কারওয়ারের ২১৫ নটিক্যাল মাইল দূরে সমুদ্রে আটকে পড়া ভারতীয় মাছ ধরার নৌকা আইএফবি রোজারি-কে ১৬ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে উদ্ধার করেছে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী। ১৩ এপ্রিল আইএফবি রোজারি থেকে আটকে পড়ার খবর পেয়েই নৌকাটির নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উপকূল রক্ষী বাহিনীর জাহাজ আইসিজি সাবিত্রীবাঈ ফুলে। মাছ ধরার নৌকাটির কাছে গিয়ে উপকূল রক্ষী বাহিনীর কর্মীরা তার ইঞ্জিন মেরামতির চেষ্টা করলেও তাতে কোনও লাভ হয়নি।। এরপর, নৌকাটিকে উপকূল রক্ষী বাহিনীর জেলা সদর দপ্তর এবং মৎস্যচাষ দপ্তরের সহায়তায় কারওয়ারের দিকে নিয়ে এসে আইএফবি শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণের কাছে তুলে দেওয়া হয় এবং কারওয়ারে নিয়ে আসা হয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১০৫ সংখ্যা ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ০৫ বৈশাখ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর সবাইকে নিয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ সুকান্তের!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বঙ্গ বিজেপি সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী জানান, হরিরামপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। সুকান্ত বলেন, আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি অভিযোগ করেছি, জেলা শাসকের নিকট এই অভিযোগ করেছি যে, হরিরামপুরে যে স্থানে মুখ্যমন্ত্রী সভা হচ্ছে সেখান থেকে হরিরামপুরে গ্রামীণ হাসপাতালে দূরত্ব ১০০ মিটারের কম। নির্বাচন আদর্শ বিধি নিষেধ অনুযায়ী কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে এই ধরনের সভা নির্বাচনে বিধি ভঙ্গের মধ্যেই পড়ে। কিভাবে জেলা প্রশাসন এই সভার অনুমতি দিল তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা উচিত নির্বাচন কমিশনের। তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল এই বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সভাস্থল স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ৫০০ মিটারেরও বেশি দূরত্বে করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দিকে কোন প্রকার মাইক না রাখার ব্যবস্থা করেছি আমরা, এর পাশাপাশি দলীয়ভাবে অনেক ভলেন্টিয়ার্স থাকবে যারা এই বিষয়টা নিশ্চিত করবে যে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কারো যেন কোনো সমস্যা না হয়। ঘটনার উল্লেখ্য, ৬ নং বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে লোকসভা ভোট প্রচারে জেলায় দ্বিতীয়বার আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা করবেন হরিরামপুরে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে নিয়ে কটাক্ষ করে জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, আমরা যা লক্ষ্য করছি মুখ্যমন্ত্রী এখন আঞ্চলিক নেতায় পরিণত হয়েছে, উনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে আর লোক হচ্ছে না।

সম্পাদকীয়

বাংলায় ভোটের মাঝে কোচবিহার নাম শুনলে মনে পড়ে যায় শীতলখুচির কথা

বাংলায় ভোটের মাঝে কোচবিহার নাম শুনলে মনে পড়ে যায় শীতলখুচির কথা। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সেখানেই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ গুলি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ।কোচবিহারের জনসভা থেকে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই গুলি চালানোর ঘটনায় দায়ী করেছিলেন বিজেপির প্রার্থী পদত্যাগী পুলিশ কর্তা দেবাশিস ধরকে। মমতার বক্তব্য ছিল, শীতলখুচিতে নির্বাচনের সময়ে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের গুলি করা হয়েছিল। যে লোকটির নির্দেশে হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের দুটি ডিপি চলছে। ভিজিল্যান্স ক্লিয়ার হয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষের সরকার তাঁকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিয়েছে। এমন এক ঘটনার অভিযুক্তকে প্রার্থী করা হয়েছে।

শীতলখুচি গুলিকাণ্ড নিয়ে যে বিতর্ক তাতে যে তাঁর ভূমিকা ছিল না এটা আগেই দাবি করেছিলেন বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী। প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধরের বক্তব্য ছিল, তাঁকে নিয়ে ভুল প্রচার করা হচ্ছে। যে জায়গায় ওই ঘটনা ঘটেছিল সেখানে রাজ্য পুলিশ ক্ষমতা সীমিত ছিল। আর আক্রান্ত হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী।সেই ঘটনার কথা মাথায় রেখেই এবার বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শীতলখুচির ওই বুথে থাকবে না কোনও সিআইএসএফ জওয়ান। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, শীতলখুচির ওই বুথে এবার থাকতে চলেছে এসএসবি, আইটিবিপি, বিএসএফ এবং সিআরপিএফ। ২১-এর নির্বাচনের মতো কোনও ঘটনা যাতে এবার না ঘটে সেই দিকে নজর রয়েছে কমিশনের। তাই সিঙ্গল বুথ হওয়ায় সেখানে হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আজকের সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

সংস্থা আইএলও'র মতে, সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশাও। প্রকৃত সাংবাদিকের দায়িত্ব বস্তুনিষ্ঠ ও সততাপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা। টুকটাক সাংবাদিকতা করার সুবাদে মাঝে মাঝেই অনেকে আমার থেকে জানতে চায় সাংবাদিকতা বিষয়ক নানা তথ্য। অনেকেই বলেন, “আমরা আপনার মতো পেপারে লিখতে চাই। অথবা কিভাবে শুরু করবো?” আজকের এই লেখাটি সেসব ক্ষুদে ক্রিয়েটিভ মানুষগুলার জন্য যারা বড় হয়ে সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে অথবা পেপারে লেখার ইচ্ছা রাখে। আজ আমরা ফিচার রাইটিং অথবা দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানবো: সাংবাদিকতার প্রাথমিক স্তরেই সবার জানা হয়ে যায় যে, সংবাদে কোনো অবস্থাতেই ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশ করা যাবে না। এটা মোটামুটি সবাই জানেন বলে ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশিত হতে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ধর্ষিতার এলাকার নাম বা তাঁর কোনো আত্মীয়ের নাম বা পরিচয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁদের আসলে নাম, পরিচয় প্রকাশ না করার পেছনের কারণগুলো সম্পর্কেই হয়ত ধারণা নেই। নইলে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতেন, এলাকা, এ বিষয়টি 'কমন সেন্স' থাকলেই বোঝা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, অনেকেরই যেন সেই সেন্স বা সেন্স খাটানোর সময় নেই। এ যুগেও কোনো সাংবাদিকের এমন ভুল সত্যিই মর্মান্তিক। মাত্র কয়েক বছর আগের তুলনায় সাংবাদিকদের এখন অনেক বেশি স্টোরি তৈরি করতে হয়। বেশি কাজ উৎপাদনের চাপে আপনি ভাবতে পারেন আপনার আসল কাজ হচ্ছে সব কিছু প্রক্রিয়াজাত করা - নতুন কোন গল্পের কথা ভাবা বা অনুসন্ধান করা নয়। তাছাড়া, সাংবাদিকতার মানেই হচ্ছে মানুষকে নতুন কিছু বলা। মৌলিক সাংবাদিকতার জন্য যে নৈপুণ্য দরকার সে বিষয়ে বিভিন্ন লেকচার এবং কর্মশালায় বিবিসির সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে টুডে অনুষ্ঠানের প্রাক্তন সম্পাদক কেভিন মার্শ-এর দেয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই গাইড।পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে তার রাজনীতি, অর্থনীতি আর মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ধারা। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনা, রুচি, বিবেকবোধের দৃষ্টিকোণ আর দীর্ঘদিনের চলমান অভ্যাস। এই পরিবর্তনের সাথে বদলে যাচ্ছে সাংবাদিকতার সনাতনি ধারাও। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার স্থান এখন দখল করেছে করপোরেট সাংবাদিকতা। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এই রূপান্তরগুলোকে শুধু দেখেই শেষ করতে পারেন না, সেগুলোকে তার নিবিড় পর্যবেক্ষণেও রাখতে হবে এবং তার নিজস্ব এথিক্সের আলোকে চলার পথ বা সংবাদ লেখার পথ ঠিক করতে হবে।তবে অনেক ধরনের ঘটনাই ঘটে প্রতিদিন। তবে গুরুত্বের বিচারে সব ঘটনা একই মানের না হওয়ায় সবই সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ, কিন্তু এদিক থেকে চিন্তা করলে সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ নয়। কারণ সমাজে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাবলীই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। একজন সাংবাদিকের নিজস্ব মতামত প্রকাশের জায়গা সংবাদপত্র নয়, ঘটনা যতটুকু ঘটে, ততটুকুই বলবেন একজন সাংবাদিক; এর বেশি নয়। আজকের সাংবাদিকতার জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জও এটাই। জনমত সৃষ্টিতে তাই আজকের সাংবাদিকরা রাখতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি সাধারণ খবরকে একজন সাংবাদিক এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, যাতে তা পাঠক পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তা পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

একজন সাংবাদিককে চিন্তা করতে হবে জনমতের জায়গা থেকে জনকল্যাণের জায়গা থেকে। একটি সৎ সংবাদ প্রকাশ করতে প্রয়োজন জনগণের সাহসী খোলামত ও অভিযোগ।কেউ যদি একটি সহজে বহনযোগ্য ডিজিটাল যন্ত্রের সাহায্যে ছবি বা ভিডিও ধারণ করে তা সম্পাদনা করে খবর আকারে প্রকাশ করে, তাকেই মোবাইল সাংবাদিকতা বলে। মোবাইল ডিভাইসটি হতে পারে একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা, গো-প্রো বা একটি সেলফোন। হতে পারে একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রযুক্তিও। কেউ কেউ মোবাইল সাংবাদিকতাকে সেলফি সাংবাদিকতাও বলছেন। আমার কাছে মুখ্য বিষয় হচ্ছে রিপোর্টিং, তার জন্য আপনি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আচরণবিধি চলাকালীন রামনবমীর নিরাপত্তায় বাড়তি নজর রাখছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আচরণবিধি চলাকালীন রামনবমীর নিরাপত্তায় বাড়তি নজর রাখছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সূত্রের দাবি, আজ, বুধবার রামনমবীতে সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিত করে অতিরিক্ত নিরাপত্তার পরিকল্পনা করেছে কমিশন। মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি মুকেশকে সরিয়ে সেখানে ২০০৭ ব্যাচের আইপিএস সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে বেছে নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশে মুকেশকে পাঠাতে হচ্ছে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন দায়িত্বে। পাশাপাশি, কলকাতার বদলে জেলায় থেকেই ভোটে নজরদারি করতে চাইছেন রাজ্যে নিযুক্ত বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক। দু-একদিনের মধ্যেই কোচবিহারে পৌঁছে যাওয়ার কথা তাঁর। সেই ভোট মিটলেই দ্বিতীয় দফার ভোটের নজরদারিতে কাজ শুরু করবেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটে।কমিশন সূত্র জানাচ্ছে, সেই এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা আঁটোসাটো করতে অন্য এলাকা থেকে বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি আলাদা বাহিনী প্রস্তুত রাখা হচ্ছে জরুরি পরিস্থিতি সামলাতে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব মঙ্গলবার বলেন, "রামনবমী নিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকছে।"

অতীতে রামনবমীর দিন গোলমাল হয়েছিল হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনার একাংশে। ফলে নৈহাটি, শ্রীরামপুর, উলুবেড়িয়া, আসানসোল, খড়গপুর, দমদম, ব্যারাকপুর, বারাসত, বসিরহাটকে নজরে রেখে নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। প্রতিটি জেলাতেই এখন কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে।

প্রথম দফার ভোটে কোচবিহারের নিরাপত্তা আঁটোসাটো করতে বাকি দু'টি আসনের তুলনায় সেখানে বেশি সংখ্যায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। কমিশন সূত্রের খবর, কোচবিহারের মধ্যে দিনহাটা এলাকাটিকে বাড়তি সংবেদনশীল ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন। গত বিধানসভা ভোটে কোচবিহারের শীতলখুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চারজনের মৃত্যু হয়।

৩ পাতার পর

রামনবমীতে অস্ত্রমিছিল

মিছিল শুরু হয়ে করিধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জায়গায় প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধয়ায় সহ আরও অনেকে। সেখানেই দেখা যায় 'জয় শ্রীরাম' গানের সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে নাচ করতে। যদিও অস্ত্র নিয়ে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন," কোথায় অস্ত্র আমরা দেখতে পাইনি।" এর পাশাপাশি, হাওড়ায় রামনবমীর মিছিলেও অস্ত্র হাতে দেখা যায়। আজ রামনবমী উপলক্ষে রামরাজতলা রামমন্দির পর্যন্ত এক শোভাযাত্রা বের হয়। সেই শোভাযাত্রায় রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বদের হাতে অস্ত্র নিয়ে দেখা যায়।

৩ পাতার পর

আইনী ও বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়াকে অতিক্রম করতে চায় না কমিশন

খতিয়ান দিয়েছেন, কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ (সিবিডিটি)কে তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। ১২. শ্রীমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বিজেপি নেতা শ্রী দিলীপ ঘোষ যে আপত্তিকর ও অসম্মানজনক মন্তব্য করেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে সেজন্য শ্রী ঘোষকে নোটিশ জারি করা হয়েছে। ১৩. বিজেপি-র অভিযোগের ভিত্তিতে কংগ্রেসের সুপ্রিয়া শ্রীনাতে এবং শ্রী সূর্যেওয়ালাকে যথাক্রমে কঙ্গনা রানাউথ এবং শ্রীমতী হেমা মালিনীর প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্যের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে। ১৪. শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য ডিএমকে নেতা শ্রী অনিতা আর রাধাকৃষ্ণণের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ১৫. আপ-এর অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লি পুর এলাকায় হোর্ডিং ও বিল বোর্ডগুলিতে বেনামী বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কমিশন আইনের ফাঁক ভরাট করার প্রয়াস নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে প্রচারপত্র ও পোস্টারের আওতায় হোর্ডিংগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য সচিবকে পাঠানো হয়েছে। তাতে নির্বাচন সম্পর্কিত যাবতীয় প্রচারে মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম প্রকাশ করার নির্দেশ রয়েছে। ১৬. কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লি পুর কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন কলেজ থেকে তারকা প্রচারকদের কাট আউট সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৭. নাগরিকরা যাতে নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ সরাসরি কমিশনকে জানাতে পারেন সেজন্য সি ভিজিল নামে একটি পোর্টাল কমিশনের পক্ষ থেকে খোলা হয়েছিল। এতে এ পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮০টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৬২টি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৯২ শতাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অভিযোগ পাওয়ার ১০০ মিনিটের মধ্যে। সি ভিজিলের জন্য অবৈধ হোর্ডিং, নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে প্রচার, নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গাড়ি ব্যবহার প্রভৃতির সংখ্যা কমছে।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

একটু আধুনিক ভাবে বলা যায়, দেহ হচ্ছে প্রোগ্রাম করা কোন যন্ত্র আর আত্মা হচ্ছে এর ব্যাটারী যখন এই দুই একত্রিত হবে তখনই যন্ত্র সচল হবে এখানে ব্যাটারী দিয়ে কথা তা যে যন্ত্র বা শরীরে সেট করা হোক না কেন, এর চালনা শক্তি থাকলেই চলে। সে কারণে এক স্ত্রার দুই সৃষ্টি, এই মহাশক্তি কি আমরা ভিন্ন রূপে আরাধনা করি। কখনো দেবী দুর্গা, কখনো মা মনসা, কখনো তারা মা, আবার কখনো শিব, কখনো সভ্যতার প্রাকৃতিক রূপে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

রাজনীতিতে আসার কারণ জানালেন অভিনেত্রী রচনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জমে উঠেছে লোকসভা নির্বাচন। গতবারের মতো এবারও প্রার্থীদের মধ্যে তারকাদের প্রাধান্য। এবারই প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস থেকে টিকিট পেয়েছেন রচনা ব্যানার্জি। এবার তিনি জানালেন রাজনীতিতে আসার কারণ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য।

দিদি নম্বর ওয়ানের মতে তিনি এই শো থেকে সব কিছু পেয়েছেন জীবনের। কিন্তু কথাতেই বলে কিছু নিলে কিছু দিতেও হয়। তাই এতদিন কেবল নেওয়ার পর এবার সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। মানুষের জন্য কাজ করতে চান বলেই তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন। দাবি রচনার।

বর্তমানে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলির বিভিন্ন প্রান্তে জমিয়ে প্রচার সারছেন। এদিন প্রচারের ফাঁকে হুগলির চুঁচুড়ায় তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আড্ডাও দেন কিছুক্ষণ। সেখানেই তিনি রাজনীতিতে আসা প্রসঙ্গে বলেন, 'জীবনে টাকা পয়সা, প্রতিপত্তি, ভালোবাসা, সংসার, ছেলে সব পেয়েছি। এবার দেওয়ার পালা তাই রাজনীতিতে এলাম।'

বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন তাপসী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কোনো ছবি প্রকাশ্যে আনেননি তাপসী পন্নু। তিনি মনে করেন, বিয়েটা ব্যক্তিগত বিষয়, তাই খুব একটা জনসমক্ষে আনতে চান না। সম্প্রতি দীর্ঘ দিনের প্রেমিক ব্যাডমিন্টন তারকা ম্যাথিয়াস বোয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন তিনি। উদয়পুরে এক বিলাসবহুল রিসর্টে হয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠান। বলিউড থেকে হাতেগোনা কয়েক জনকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন অভিনেত্রী। এবার বিয়ের পর প্রথমবার কোনো অনুষ্ঠানে এলেন তাপসী। তাকে দেখা মাত্রই আলোকচিত্রীরা জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার, একা কেন? স্যার আসেননি!' সলজ্জ হেসে উত্তর দিলেন তাপসীও।

বলিউডের প্রযোজক আনন্দ পণ্ডিতের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দেখা গিয়েছে তারকাকে। পরনে লাল শাড়ি, চুলে খোঁপা, লাল টিপ ও একই রঙে রাঙানো ঠোঁট। অভিনেত্রীকে বিয়ের পর প্রথম বার ক্যামেরার সামনে দেখা মাত্রই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন আলোকচিত্রীরা। তার স্বামীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেই তাপসী বলেন, "আপনারা কোন দিন বিপদে ফেলবেন আমাকে!' সম্ভবত এখনো ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখতে চাইছেন তিনি। যদিও দিন কয়েক আগে বিয়ে প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, 'একজন খ্যাতনামী বিয়ে করলে যেভাবে মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেন, আমি তেমনটা চাইনি। মানুষ জানতে পারলে কীভাবে নেবেন, সেই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম না। তাই নিজের মধ্যেই সীমিত রেখেছিলাম বিষয়টিকে।"

ঈদে বক্স অফিস দৌড়ে অজয়কে টেক্কা অক্ষয়ের

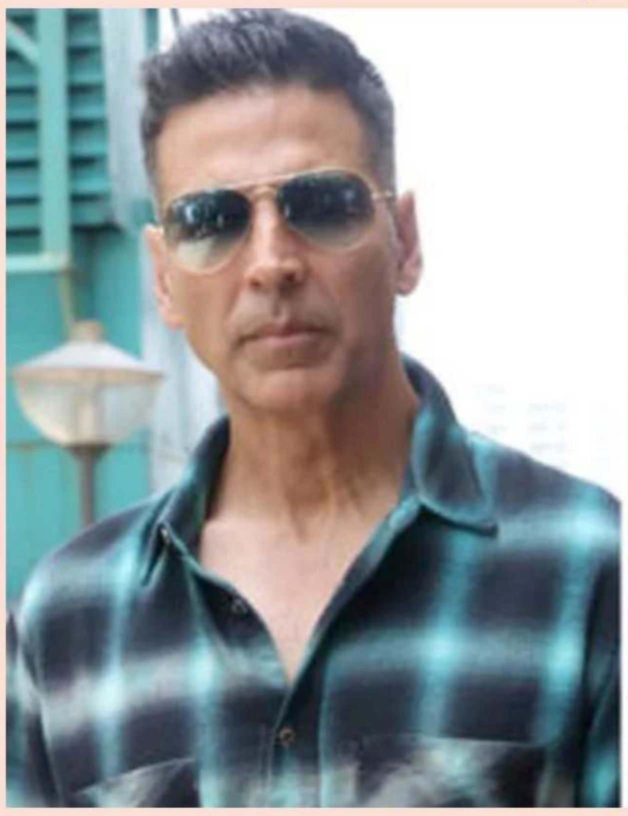

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বলিউডে মুক্তি পেয়েছে অজয় দেবগন অভিনীত সিনেমা 'ময়দান' ও 'খিলাড়ি'খ্যাত অক্ষয় কুমারের 'বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া'। সিনেমা দুটি মুক্তির আগে থেকেই আলোচনায় ছিল। তবে বক্স অফিসে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অক্ষয় কুমারের সিনেমাটি। প্রথম দিন থেকেই বক্স অফিসে মোটের উপর ভালোই আয় করছে সিনেমা দুটি। তবে ব্যবসায়িক হিসেবে অজয় দেবগনের 'ময়দানকে' ছাপিয়ে গিয়েছে 'বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া'। স্যাকনিল্ক ডটকম রিপোর্টের বরাত দিয়ে হিন্দুস্তান জানিয়েছে, সিনেমাটি প্রথম দিনই বক্স অফিসে ১৫ কোটি ৬২ লাখ রুপি আয় করেছে। অন্যদিকে, অজয় দেবগনের সিনেমা মাত্র ৭ কোটি ১০ টাকা আয় করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, সপ্তাহের মাঝখানে ছুটির দিনে মুক্তি হিসেবে আয়ের অঙ্কটা মন্দ নয়। 'বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া' বক্স অফিস যাত্রার শুরুটা খুব ভালো যাচ্ছে।

গত ১০ এপ্রিল মুক্তি পেয়েছে সিনেমা দুটি। অমিত শর্মার নির্মাণে ময়দান এর গল্পে উঠে এসেছে ভারতীয় ফুটবলের বিখ্যাত কোচ সৈয়দ আবদুল রহিমের কথা। এই সিনেমায় মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে অজয় দেবগনকে। তার সঙ্গে আছেন রুদ্রনীল ঘোষ, আরিয়ান ভৌমিক, অমর্ত্য রায় প্রমুখ। অন্যদিকে, আলী আব্বাস জাফর পরিচালিত 'বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া' সিনেমায় অক্ষয়ের সহশিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছেন টাইগার শ্রফ। অ্যাকশন-থ্রিলার ঘরানার এ সিনেমায় আরো অভিনয় করেছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন, সোনাক্ষী সিনহা, মানসী চিল্লার, মনীষ চৌধুরানী প্রমুখ।

আমাকে কেনার মতো ধনী তারা নয়: প্রকাশ রাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনয়ে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার গড়েছেনে অভিনেতা প্রকাশ রাজ। শুরুটা দক্ষিণী সিনেমা দিয়ে হলেও ভারতের দর্শকপ্রিয় অভিনেতা তিনি। শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশের দর্শকদের মনও জয় করেছেন এই গুণী অভিনেতা।

সম্প্রতি অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতির মাঠেও সরব হচ্ছেন এই অভিনেতা। বিশেষ করে ২০১৭ সালে নিজ বাসার সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় প্রকাশ রাজের সাংবাদিক বন্ধু গৌরি লঙ্কেশকে। এরপর নরেন্দ্র মোদির কড়া সমালোচনা করেন প্রকাশ। সময়ের সঙ্গে বিজেপি বিরোধী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ২০১৯ সালে স্বতন্ত্র থেকে লোকসভা নির্বাচনে অংশ নিয়েও পরাজিত হন তিনি।

তবে গুঞ্জন উড়ছে, বিজেপি বিরোধী প্রকাশ রাজই বিজেপিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গতকাল থেকে বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা হয়েছে। অবশেষে এ নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন প্রকাশ রাজ।

গতকাল এক্সে একটি পোস্ট শেয়ার করে প্রকাশ রাজ লেখেন, 'আমার মনে হয়, তারা চেষ্টা করেছে। তারা উপলব্ধি করেছে, আমাকে কেনার মতো ধনী (আদর্শিক) তারা না। আপনারা কী মনে করেন বন্ধুরা!'

বেশ কিছু রাজনৈতিক দল চাচ্ছে তাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাতে নারাজ প্রকাশ রাজ। গত জানুয়ারি মাসে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমার কাছে তিন-তিনটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে লোকসভা ভোটের প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব এসেছে। আমি সাফ না করে দিয়েছি। কারণ ওরা আমাকে চেয়েছিল, আমার রাজনৈতিক দর্শন বোঝার চেষ্টাই করেনি। আমি এসবের ফাঁদে পড়তে চাই না।'

উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালে কন্নড় ভাষার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড় পর্দায় পা রাখেন প্রকাশ রাজ। কন্নড়, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার অসংখ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন একাধিকবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এই অভিনেতা।

১০ বছরের তিক্ততা মিটিয়ে ঈদে সালমানের বাড়িতে হাজির রণবীর-আলিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বহু দিনের চাপা গুঞ্জন যে মোটেই ভালো সম্পর্কে নেই বলিউড ভাইজান সালমান খান ও রণবীর কাপুর। ধারণা করা হয়, ক্যাটরিনা কাইফের সাথে রণবীরের সম্পর্ক ভালোভাবে নেননি সালমান। তবে তা এখন অতীত, সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর ক্যাটরিনা ও রণবীর- দু'জনেই অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে এখন সংসারী। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সালমান খানের বাড়িতে ইদ উপলক্ষে ঢুঁ মারতে দেখা গেল রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটকে। এদিন ভাইজানের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলেন তারা।

ঈদের দিন ভাইজানের বাংলো থেকে ভাইরাল হল তারই একটি ছবি। যেখানে সালমানের বান্দ্রার বাড়ির এক কর্মীর সঙ্গে ছবি তুলতে দেখা গেছে রণবীর-আলিয়াকে। আর সেই ছবিই বর্তমানে নেটপাড়ায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ভাইরাল ছবিতে দেখা গেল, রণবীর-আলিয়ার পরনে সাদামাটা পোশাক। সাধারণ সালোয়ারেই সেজেছেন অভিনেত্রী। ক্লিনসেভ লুকে 'রাম' রণবীর।

শুক্রবার সকালেই এই ছবি ফাঁস হয়। তারপর থেকেই অনুরাগীমহলে সালমান-রণবীরের একসঙ্গে কাজ করার জল্পনা তুঙ্গে। কারও ধারণা, 'নীতিশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ'-এর কোনও চরিত্রেই হয়তো সালমানকে চাইছেন রণবীর কাপুর।' কেউ বলছেন, 'অ্যানিম্যাল ২'তে ভাইজানকে ক্যামিও চরিত্রের প্রস্তাব দিয়েছেন অভিনেতা।' এক অনুরাগী বললেন, 'একে-অপরের সঙ্গে ১০ বছর ধরে কথা বলতেন না। তার মানে ইদেই কাছাকাছি এলেন সালমান-রণবীর। তাহলে কি নতুন কোনও কাজ আসছে?'

পুরো বিষয়টাই যদিও এখনও জল্পনার স্তরে।

ওইদিনই দুপুরে সালমান খানের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে জনসমুদ্র তৈরি হয়েছিল। যার জেরে কাতারে কাতারে সেই লোক সামলাতে বেগ পেতে হচ্ছিল ট্রাফিক পুলিশকে। এরপর সালমান বারান্দায় এসে অনুরাগীদের উদ্দেশে হাত নাড়তেই জনঅরণ্যের মাঝে বিদ্যুৎ খেলে যায়! যা সামাল দিতে শেষমেশ লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। ভাই আরবাজ খানও ইদের পার্টি দিয়েছিলেন। যেখানে সালমান নিজেও হাজির হন।

পাবনার রমা দাশগুপ্ত থেকে যেভাবে কিংবদন্তি নায়িকা হন সুচিত্রা সেন

(শেষ পর্ব)

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নিজের সম্পর্কে অসম্ভব সচেতন ছিলেন সুচিত্র। আর তাই ১৯৭৮ সালে 'প্রণয় পাশা' ছবিটি দর্শক ভালভাবে না নেওয়ায় সুচিত্রা সেন সিনেমাকে বাই বাই জানাতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করেননি। তার ধারণা হয়েছিল পাবলিকের প্রত্যাশা আর পূরণ করতে পারবেন না। সেই থেকেই তিনি চলে গিয়েছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে।

সুচিত্রার তার ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' নিয়ে কোন ছবি হলে তাতে দামিনী চরিত্রে তিনি অভিনয় করবেন। একবার কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রযোজক হঠাৎ আত্মহত্যা করায় আর সেই ছবি করা হয় নি। এই একটি ব্যাপারে তার আপশোস জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। এমনকি চতুরঙ্গ নিয়ে কেউ যদি নাটক করেন তাতেও তিনি অভিনয় করতে চেয়েছিলেন। সেই সাধও তার অপূর্ণই রয়ে গিয়েছিল। অপূর্ণ রেখেই কাটিয়ে দিয়েছেন সবার অলক্ষে ৩৫টি বছর। আত্মগোপণে গিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবায় ব্রতী হন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ওই অবস্থায়ই ছিলেন। কারো সঙ্গেই দেখা কিংবা যোগাযোগ করেননি এই নায়িকা। যার কারণে সুচিত্রা সেনের এই শেষ জীবন ছিল রহস্যময়। যে রহস্যের জট আজও খোলেনি।

২০১৪ সালের ১৭ জানুয়ারি কলকাতার বেল ভিউ হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন সুচিত্রা সেন। তিনি মৃত্যুর অনেক আগেই সরে গিয়েছিলেন সিনেমার দুনিয়া থেকে। তবু সিনেমার মানুষ, দর্শক তাকে কখনো ভোলেনি। মনের ভেতর গেঁথে রেখে দিয়েছিল সযত্নে। সেই যত্নে ঘাটতি পড়েনি আজও। এখনো সুচিত্রা সেনকে সমান শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করে সবাই।

সিদ্ধান্তে অটল জাভি!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত জানুয়ারিতেই নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন জাভি হার্নান্দেস। তখন দলের অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু তার পদত্যাগের ঘোষণার পর একদমই বদলে গেছে বার্সেলোনা। টানা ১২ ম্যাচ খেলে একটিতেও হারের মুখ দেখেনি তারা। গত বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে পিএসজিকে তাদেরই মাঠে ৩-২ গোলে হারিয়েছে বার্সা। এমন দুর্দান্ত সময়ের পরও ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্তে অটল জাভি।

সংবাদ সম্মেলনে বার্সা কোচ বলেন, 'মৌসুম শেষে ক্লাব ছাড়ার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না। আমি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। এটি আমাকে, ক্লাব, খেলোয়াড় এমনকি সংবাদমাধ্যমকেও শান্তি দিয়েছে। তবে আমি আমার ভাবনা পরিবর্তন করছি না।'

'সিদ্ধান্তের পর দলের পরিবেশে আরও প্রশান্তি বিরাজ করছে। ক্লাব, আপনি, আমি... জানি আমার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ আছে। এটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। আমরা অনেক শান্তি পেয়েছি এতে এবং এর কারণেই আজ আমরা এখানে। সেটা না হলে এখানে আসাটা অনেক কঠিন হতো। অনেকগুলো মুহূর্ত আছে যা আমি উপভোগ করেছি, যা আমার সঙ্গে আগেও ঘটেছিল।'

পিএসজিকে হারানোর পর আনন্দে ভাসছে বার্সা। আবারও দেখছে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল খেলার স্বপ্ন। তবে অতি আত্মবিশ্বাসী না হয়ে পা মাটিতেই রাখতে বলছেন জাভি।

২০২৭ বিশ্বকাপের ৮ ভেন্যু চূড়ান্ত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ মাঠে গড়াবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায়। আর টুর্নামেন্ট শুরুর তিন বছর আগেই নিশ্চিত হলো দক্ষিণ আফ্রিকার ৮ ভেন্যু। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান নির্বাহী ফোলেতসি মোসেকি এই খবর নিশ্চিত করেছেন।

আফ্রিকান নিউজ ২৪ ওয়েবসাইটকে মোসেকি বলেছেন, 'বৈজ্ঞানিক' কারণ বিবেচনা করে দক্ষিণ আফ্রিকার আট ভেন্যু বাছাই করা হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে দূরত্ব ও হোটেল রুমের সহজলভ্যতা বিবেচনায় রাখা হয়েছে।'

দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়মিত টেস্ট ভেন্যু জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স, সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্ক, কেপটাউনের নিউল্যান্ডস, ডারবানের কিংসমিড ও গেবেরার সেন্ট জর্জে'স পার্কে হবে খেলা। এ ছাড়া অন্য ভেন্যুগুলো হলো ব্লুমফন্টেইনের মানগাউং ওভাল, পার্লের বোল্যান্ড পার্ক ও ইস্ট লন্ডনের বাফেলো পার্ক।

আইপিএল থেকে কেন সরে দাঁড়ালেন জেসন রয়?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বদলি হিসেবে সুযোগ পেয়ে বেশ ভালো অবদান রেখেছিলেন জেসন রয়। কলকাতা নাইট রাইডার্সও (কেকেআর) প্রতিদান দিয়েছিল পরের মৌসুমের জন্য ধরে রেখে। কিন্তু তিনি নিজেই কিনা সরে দাঁড়ালেন ক্রিকেট বিশ্বের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট থেকে! সিদ্ধান্তটি যে কতটা কঠিন ছিল, সেটিই তুলে ধরলেন রয়। ইংল্যান্ডের এই আগ্রাসী ওপেনার বললেন, অনেক চিন্তাভাবনার পরই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি নিজেকে, নিজের শরীর ও মানের চাওয়াকে।

গত বছর দুয়েক ধরেই বেশ অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে রয়ের ক্যারিয়ার। সেখানেই সবশেষ সংযোজন এবারের আইপিএল থেকে তার সরে দাঁড়ানো। গত আইপিএলেও তার খেলার কথা ছিল না। কোনো দলই তো আগ্রহী ছিল না তাকে নিয়ে। পরে চোট পাওয়া ক্রিকেটারের বদলি হিসেবে ২ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে তাকে নেয় কলকাতা। দেড়শর বেশি স্ট্রাইক রেটে ২৮৫ রান করেন তিনি ওই আসরে। এরপর কলকাতা তাকে ধরে রাখে এবারের আসরের জন্য। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে এবারের টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ান রয়। তার বদলি হিসেবে ইংল্যান্ডের আরেক আগ্রাসী ওপেনার ফিল সল্টকে বেছে নেয় কলকাতা। গত দেড়-দুই বছরে বেশির ভাগ সময়ই হতাশায় কেটেছে রয়ের। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইংল্যান্ড দলে জায়গা পাননি তিনি। পরের বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলেও সুযোগ হয়নি। অথচ একসময় সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ইংল্যান্ড দল ভাবা যেত না তাকে ছাড়া। এই বছর ইংল্যান্ডের ঘরোয়া আসর দা হান্ড্রেড-এর ড্রাফটেও তিনি দল পাননি। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে খেলার জন্য গত মে মাসে ইংল্যান্ডের চুক্তি থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি। গত বছরের শেষ দিক থেকে এই বছরের শুরু পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেই তার ব্যস্ততা ছিল। চেন্নাই ব্রেভসের হয়ে টি-টেন ক্রিকেটে খেলার পর এসএ টোয়েন্টিতে খেলেন তিনি ডারবান জায়ান্টসের হয়ে। এই আসর শেষে আইএল টি-টোয়েন্টিতে দুটি ম্যাচে খেলেন আবু ধাবি নাইট রাইডার্সের হয়ে। পরে পিএসএলে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের হয়ে খেলেন ১০টি ম্যাচে। এরপরই তিনি জানিয়ে দেন আইপিএলে না খেলার সিদ্ধান্তের কথা। 'দা অ্যাথলেট'স ভয়েস' পডকাস্ট-এ নিজের সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ ব্যাখ্যা করলেন ৩৩ বছর বয়সী ওপেনার। জেসন রয় জানান, "এবারের আইপিএল না খেলা ছিল বিশাল বড় সিদ্ধান্ত। গত মৌসুমে মোটামুটি পারফর্ম করার পর আমার ওপর অনেক বিশ্বাস রেখে কেকেআর আমাকে ধরে রেখেছিল। আমার মনে হয়েছিল, আমার কাছে তাদের অনেক কিছু প্রাপ্য। এটা অনেক অনেক বড় সিদ্ধান্ত, তবে শেষ পর্যন্ত এটিই বেছে নিয়েছি। আমাদের প্রথম ম্যাচের সূচি যখন, তখনই ছিল আমার মেয়ের পঞ্চম জন্মদিন। আরও কিছু ব্যাপার ছিল। বছরের শুরুতে এত ম্যাচ খেলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।" তিনি আরও বলেন, "খুব বেশি ক্রিকেট খেলিনি এর আগের সময়টায়। গত দুই মাসের ধকলে তাই শরীর থেকে অনেক কিছু শুষে নিয়েছে। কেকেআরের সঙ্গে আমি খুবই সৎ ছিলাম এবং আমাদের সম্পর্ক দারুণ। এজন্যই আমার না খেলা এবং এসব নিয়ে আমরা একটি সমঝোতায় আসতে পেরেছি। তারা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে এবং এজন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তবে নিজেকেই সবকিছুর ওপরে রাখতে হয়েছে আমাকে, নিজের মন ও শরীর।" এবারই প্রথম নয়, ২০২২ আইপিএল থেকেও নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন রয়। সেবার তার খেলার কথা ছিল গুজরাট টাইটান্সে। ওই বছরের মার্চে শৃঙ্খলাভঙ্গের একটি ঘটনায় তাকে জরিমানা করেছিল ইংল্যান্ডের বোর্ড, ঘটনাটি যদিও খোলাসা করা হয়নি। দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়েছিল তাকে। সেবারের পরিস্থিতির চেয়ে এবারের প্রেক্ষাপট পুরোই আলাদা বলে দাবি করলেন রয়। তবে সেই ঘটনা থেকে পাওয়া শিক্ষা এবার কাজে লেগেছে তার। রয় বলেন, "বছর দুয়েক আগে, মানসিক অবস্থার দিক থেকে খুব বাজে সময়ে ছিলাম। গুজরাটের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েও আইপিএল থেকে সরে দাঁড়াই মানসিক স্বাস্থ্য ও এসব কারণে। এবারের চেয়ে পুরো আলাদা কারণ ছিল সেটি। আমি খুবই বাজে অবস্থায় ছিলাম তখন, মানসিক অবস্থা ভয়ঙ্কর ছিল এবং সেটা নিজের কারণেই। আমি একরকম নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম যে 'ঠিক আছি, ঠিক আছি' এবং জোর করেই খেলা চালিয়ে যেতে থাকি, বাড়ি থেকে দূরে থাকি। এটা ছিল আসলে নিজের পায়ে গুলি করার মতো। সেই জায়গা থেকেই এবার নিজেকে বলেছি, নিজের মাথা ও মনের কথা শুনব আমি এবং সেখান থেকেই সমাধান বের করব।"

ম্যান ইউ শিবিরে বড় আঘাত, ছিটকে গেলেন ভারানে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুঃসময়ের থাবায় জর্জরিত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জন্য আরেকটি বড় আঘাত। মৌসুমের শেষ দিকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন রাফালেন ভারানে। পেশির চোটে বেশ কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারকে।

শেষ নয় এখানেই। চোটে পড়েছেন আরেক ডিফেন্ডার জনি ইভান্সও। তার চোট অবশ্য গুরুতর নয় ততটা। আপাতত বোর্নমাউথের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলতে পারবেন না তিনি।

গত সপ্তাহে চেলসির বিপক্ষে ৪-৩ গোলে হারের ম্যাচে চোট পান দুজনই। পরে লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারেননি কেউই। সেই অনুপস্থিতিই দীর্ঘায়িত হচ্ছে আরও। মৌসুমের একেবারে শেষ প্রান্তে ভারানে ফিরতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ফুটবলারদের একের পর এক চোটাঘাতে মৌসুমজুড়েই ভুগতে হয়েছে ইউনাইটেডকে। বিশেষ করে, রক্ষণভাগে তাদেরকে সমস্যা পড়তে হয়েছে বেশি। দুই ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেস ও ভিক্তর লিন্ডেলফ মাঠের বাইরে আছেন আগে থেকেই। এছাড়াও বেশ কিছুদিন মাঠে নামতে পারবেন না লুক শ। গত বছর হাঁটুর চোটের পর এখনও ফিরতে পারেননি লেফট-ব্যাক তাইরেল মালাসিয়া।

ইংলিম প্রিমিয়ার লিগে ৩১ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। পরের মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সম্ভাবনা তাদের আর নেই বললেই চলে। চারে থাকা টটেনহ্যাম হটস্পার এগিয়ে আছে ১১ পয়েন্টে।

আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচের ভেন্যু বদলে যেতে পারে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের ৯ জুন আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ইকুয়েডরের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা আর্জেন্টিনার। নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ম্যাচটির ভেন্যু পরিবর্তন করার কথা ভাবছে।

আর্জেন্টাইন গণমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের প্রতিবেদন মতে, শিকাগোর সোলজার ফিল্ডে অনুষ্ঠিতব্য আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন করে আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে আনতে চায় এএফএ। ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচের পর থেকেই কোপা আমেরিকার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করবে আর্জেন্টিনা। ল্যাটিন আমেরিকান শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে মাঠে নামার আগে শেষ ম্যাচটি নিজেদের দেশে আয়োজন করতে চায় এএফএ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মাঠ থেকেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের একটি বিদায় সংবর্ধনা দেয়ার।

তবে এএফএ'র জন্য কাজটি মোটেও সহজ হতে যাচ্ছে না। কারণ এই ম্যাচ আয়োজনের পেছনে কাজ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বাণিজ্যিক কোম্পানি। এই কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তিতে সই করেছে আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তাদের সম্মতি পেলেই কেবল ভেন্যু পরিবর্তন করতে পারবে এএফএ।

আইপিএল না খেলার কারণ জানালেন জাম্পা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলার কথা ছিল অ্যাডাম জাম্পার। তবে নিজের ইচ্ছাতেই নাম প্রত্যাহার করে নেন অজি এই লেগি। এবার বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে না খেলার কারণ জানিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি উইলো টক পডকাস্টে জাম্পার ভাষ্য, 'বেশ কিছু কারণেই এবারের আইপিএল আমার জন্য ছিল না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এটি বিশ্বকাপের বছর এবং ২০২৩ সালের ধকলে আমি পুরোপুরি ক্লান্ত। গত বছর পুরো আইপিএলে ছিলাম। বিশ্বকাপের সময়েও ভারতে থাকতে হয়েছে তিন মাস।'

জাম্পা আরও জানান, 'এবারও আইপিএলে খেলার চেষ্টা করার সর্বোচ্চ ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু প্রয়োজনের সময়টা যখন এলো, বুঝতে পারলাম যে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে নিজেকে সেরা ছন্দে উপস্থাপন করতে পারব না। এ ছাড়া সামনে (টি-টোয়েন্টি) বিশ্বকাপও আছে, নিশ্চিতভাবেই যা আমার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

এই লেগির মন্তব্য, 'সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে সবকিছুর ওপরে প্রাধান্য দিতে হয়েছে আমাকে। এ ছাড়াও আরও বেশ কিছু সমীকরণ বিবেচনায় নিতে হয়েছে। তরুণ একটি পরিবার আছে আমার। একাদশে জায়গার জন্য লড়তে হবে, এই পরিস্থিতিতে ভারতে ৯ সপ্তাহ কাটানো সহজ নয়।'

আইপিএল: দিল্লির বিপক্ষে লক্ষ্ণৌর হার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টানা তিন ম্যাচে জয়ে টেবিলের তিনে থেকে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে খেলতে নেমে সুবিধা করতে পারেনি লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের ব্যাটাররা। অপরদিকে তলানিতে থাকা দিল্লি ক্যাপিটালস পেল আসরে নিজেদের দ্বিতীয় জয়। ম্যাকগার্কের ফিফটির পর রিশভ পন্থের দারুণ ইনিংসে লক্ষ্ণৌকে ৬ উইকেটে হারায় তারা। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ২৬তম ম্যাচে লক্ষ্ণৌতে টস জিতে আগে ব্যাট করতে নামে স্বাগতিকরা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে তারা সংগ্রহ করে ১৬৭ রান। জবাব দিতে নেমে ১১ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে দিল্লি।

কুইন্টন ডি কক ও লোকেশ রাহুলের ব্যাটে শুরুটা খারাপ হয়নি লক্ষ্ণৌর। উদ্বোধনী জুটিতে ২৮ রান যোগ করার পর বিদায় নেন ডি কক। খলিল আহমেদের বলে এলবিডব্লিউ হওয়ার আগে খেলে যান ১৯ রানের ইনিংস। এরপর ব্যাট করতে নেমে টানা তিন ব্যাটার দুই অঙ্ক স্পর্শ করার আগেই উইকেট হারান। একপ্রান্তে কেবল লড়াই চালিয়ে যান রাহুল। ২২ বলে ৩৯ রান করে কুলদ্বীপের শিকার হন তিনি। শেষদিকে এসে দারুণ এক জুটি গড়েন আয়ুস বাধোনি ও আরশাদ খান। ৪২ বলে ৭৩ রানের জুটি গড়ে তারা দলকে এনে দেন লড়াকু সংগ্রহ। ৩৫ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন আয়ুস। ১৬ বলে অপরাজিত ২০ রানের ইনিংস খেলেন আরশাদ। দিল্লির পক্ষে ৪ ওভারে ২০ রান খরচায় ৩ উইকেট নেন কুলদ্বীপ। রান তাড়ায় নেমে বরাবরের মতোই ব্যর্থ হন ডেভিড ওয়ার্নার। ৮ রানে তার বিদায়ের পর ব্যাট চালাতে থাকেন পৃথ্বি শ। ২২ বল ৩২ রান করেন তিনি। তৃতীয় উইকেটে রিশভ পন্থের সঙ্গে দারুণ এক জুটি গড়েন জ্যাক ম্যাকগার্ক। ৪৬ বলে তারা ৭৭ রান যোগ করে দলের জয় সহজ করে দেন। ৩১ বলে পঞ্চাশ ছুঁয়ে ম্যাকগার্ক বিদায় নেন ৫৫ রান করে। এরপর পন্থও টিকতে পারেননি বেশিক্ষণ। ২৪ বলে ৪১ রান করে উইকেট হারান তিনি। শেষদিকে অসম্পূর্ণ কাজ সেরে ফেলেন ট্রিস্টান স্টাবস ও শাই হোপ। স্টাবস ১৫ ও হোপ ১১ রানে অপরাজিত থাকেন।

মাঠেই কান ধরে ক্ষমা চাইলেন কোহলি

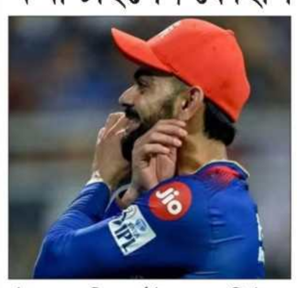

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাউন্ডারি লাইনের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতেই কানে ধরে দর্শকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে কোহলির এমন কাণ্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এখন রীতিমতো ভাইরাল। আইপিএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের মুখোমুখি হয় ব্যাঙ্গালুরু। হাইস্কোরিং ম্যাচটিতে ৭ উইকেটে হেরেছে কোহলিদের দল। এই ম্যাচে ৩৩টি চার আর ২৬টি ছক্কা হয়।

মুম্বাই ইনিংসের সময়ে দর্শকদের সঙ্গে মজা করছিলেন কোহলি। এমনই একটি দৃশ্য দেখা গেল ম্যাচের মাঝামাঝি সময়ে। তখনই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকরা স্লোগান দিতে শুরু করেন, 'কোহলিকে বোলিং দাও, কোহলিকে বোলিং দাও...।'

দর্শকরা যখন স্লোগান দিচ্ছিলেন, তখন বাউন্ডারির দিকে ছুটছিলেন কোহলি। এই স্লোগান শুনে তিনি হেসে ফেলেন এবং এই কাজ না করার জন্য তাদের কাছে কান ধরে ক্ষমা চাইতে শুরু করেন। এই ভিডিওটি পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

এদিন মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ৬ বোলারকে দিয়ে ব্যবহার করেছিল ব্যাঙ্গালুরু। তবে প্রতিটি বোলারের ইকোনমি ১০-এর উপরে ছিল। দর্শকদের স্লোগান শুনেই কানে ধরে ক্ষমা চান এই ভারতীয় তারকা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR